FINANCE

YEAR 2015

10 MINUTE SCHOOL

ALL BOARD 2015

অর্থের সময়মূল্য

১। কমল 'চন্দ্র ব্যাংক'-এর একটি সঞ্চয়ী স্কিমে প্রতি বছর ২৪,০০০ টাকা করে জমা রাখেন, যার মেয়াদ ৫ বছর এবং সুদের হার ১০%। তার ব্যাংকার বন্ধু তাকে পরবর্তীতে সমমেয়াদের ও সমহারে প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে সঞ্চয় স্কিমে জমা করার পরামর্শ দেন। [সকল বোর্ড '১৫]

ক) ভোক্তা ঋণ কী?

খ) অর্থের সময়মূল্যের মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ) মেয়াদ শেষে কমল 'চন্দ্র ব্যাংক' থেকে কত টাকা পাবেন? নির্ণয় কর।

ঘ) কমলের জন্য বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত হবে কিনা? সিদ্ধান্ত দাও।

উত্তর

ক) ভোক্তা ঋণ কী?

ব্যাংক থেকে ভোগ্য পণ্য ক্রয় করার জন্য যে ঋণ নেয়া হয়, তাকে ভোক্তা ঋণ বলে।

খ) অর্থের সময়মূল্যের মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।

অর্থের সময়মূল্য এর মূল কারণ হলো বিনিয়োজিত অর্থের সুদের হার।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের সময়মূল্য বলে। সুদের হারের কারণেই মূলত অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য ও বর্তমান মূল্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে কোন অর্থ ব্যাংকে জমা রাখলে সুদ সহ ওই জমাকৃত অর্থ থেকে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানের ১০০ টাকা এবং ১ বছর পরের ১০০ টাকা সুদের হারের কারণে সমান মূল্য বহন করে না।

গ) মেয়াদ শেষে কমল 'চন্দ্র ব্যাংক' থেকে কত টাকা পাবেন? নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

মেয়াদ শেষে কমল 'চন্দ্র ব্যাংক' থেকে পাবেন-

অ্যানুইটির ভবিষ্যৎ মূল্য, $FV_A = A \times \left[\frac{(১+i)^n - ১}{i}\right]$

$\therefore FV_A = ২৪,০০০ \times \left[\frac{(১+০.১০)^৫ - ১}{০.১০}\right]$

$= ২৪,০০০ \times \frac{০.৬১০৫}{০.১০}$

$= ২৪,০০০ \times ৬.১০৫$

$= ১,৪৬,৫২০$ টাকা (প্রায়)

এখানে,
সুদের হার (i) = ১০% বা ০.১০
বছরের সংখ্যা, n = ৫ বছর
বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ, A = ২৪,০০০ টাকা

মেয়াদশেষে কমল 'চন্দ্র ব্যাংক' থেকে ১,৪৬,৫২০ টাকা (প্রায়) পাবেন।

ঘ) কমলের জন্য বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করা যুক্তি সংগত হবে কিনা? সিদ্ধান্ত দাও।

কমল যদি বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি জমা করতে পারবেন-

আমরা জানি,

$FV_A = A \times \left[\frac{\left(১ + \frac{i}{m}\right)^{m \times n} - ১}{\frac{i}{m}}\right]$

$= ২,০০০ \times \left[\frac{\left(১ + \frac{১.১০}{১২}\right)^{১২ \times ৫} - ১}{\frac{০.১০}{১২}}\right]$

এখানে,
প্রতি কিস্তির পরিমাণ, (A) = ২,০০০ টাকা
বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m) = ১২
মেয়াদ (n) = ৫ বছর
সুদের হার (i) = ১০% বা ০.১০

$$= ২,০০০ \times \left[\frac{১.৬৪৫৩০৮৯৩৫ - ১}{০.০০৮৩৩৩৩}\right]$$
$$= ২,০০০ \times \frac{০.৬৪৫৩}{০.০০৮৩}$$
$$= ২,০০০ \times ৭৭.৭৪৭০$$
$$= ১,৫৫,৪৯৪ \text{ টাকা (প্রায়)}$$

সুতরাং, কমল যদি বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি (১,৫৫,৪৯৪-১,৪৬,৫২০)= ৮,৯৭৪ টাকা বেশি উত্তোলন করতে পারবেন।

তাই পরিশেষে বলা যায়, তার জন্য বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করা পুরোপুরি যুক্তিসংগত হবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিতি

৩। জনাব হাসান একজন আমদানিকারক। তিনি তার এলাকায় 'মেঘলা' ব্যাংকের সহায়তায় সহজেই ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ব্যাংকের শাখা রয়েছে, যেখানে প্রচুর লোক কর্মরত। ব্যাংকটি জনাব হাসানের মতো ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে।

[সকল বোর্ড '১৫]

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কী?

খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারকদের পক্ষে ব্যাংক কী ইস্যু করে? ব্যাখ্যা করো।

গ) 'মেঘলা ব্যাংক' জনাব হাসানকে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করে? বর্ণনা করো।

ঘ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'মেঘলা ব্যাংক' এর শাখাগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কী?

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস প্রদত্ত ঋণের সুদ।

খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারকদের পক্ষে ব্যাংক কী ইস্যু করে? ব্যাখ্যা করো।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারকদের পক্ষে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে।

প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া প্রত্যয়নপত্র আমদানি ও রপ্তানিকারকের মধ্যে আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি দুই পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ) 'মেঘলা ব্যাংক' জনাব হাসানকে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করে? বর্ণনা করো।

উদ্দীপকের 'মেঘলা ব্যাংক' জনাব হাসানকে ঋণ সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্বমূলক সহায়তা প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সাধারণ গ্রাহক, ব্যবসায়ী এবং আমদানি ও রপ্তানিকারদের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে সেবা ও প্রতিনিধিত্বমূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব হাসান একজন আমদানিকারক। তিনি তার এলাকায় 'মেঘলা ব্যাংক'-এর সহায়তায় সহজেই তার ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন আমদানিকারক হওয়ায় ব্যাংক তাকে ঋণ সহায়তা ছাড়াও প্রত্যয়পত্র ইস্যুর মাধ্যমে সহজে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়া মেঘলা ব্যাংক হাসানের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ,অর্থ স্থানান্তর, ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি প্রতিনিধিত্ব কার্যক্রমও সম্পাদন করে থাকে। এর ফলে হাসানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম গতিশীল ও সফল হয়।

ঘ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'মেঘলা ব্যাংক' এর শাখাগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

মেঘলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর শাখাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝে থাকি। এ ব্যাংক সারাদেশে একাধিক শাখা পরিচালনার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান করছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা যেমন ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখছে তেমনি ছোট-বড় সব শ্রেণির ব্যবসায়ীও সাবলীলভাবে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

উদ্দীপকে মেঘলা ব্যাংক জনাব হাসানের মতো আমদানিকারকের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকিং কার্যে সহায়তা করে থাকে, যা জনাব হাসানের ব্যবসায়িক কাজকে সহজ করে। ব্যাংকটি জনাব হাসানের প্রতিনিধিত্ব করায় সহজেই বোঝা যায়, এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মেঘলা ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় সারাদেশে একাধিক শাখা পরিচালনার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান করে। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখছেন। এতে সব শ্রেণির ব্যবসায়ী সাবলীলভাবে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া এ ব্যাংক মূলধন বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অর্থ স্থানান্তর, পরামর্শ দান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, শিল্পের উন্নয়ন, আঞ্চলিক উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ মেঘলা ব্যাংকের শাখাগুলো মূলত ব্যাংকটিকে এ ধরনের সেবা প্রদানের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

ব্যাংকের আমানত

৩। 'মণি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'-এর মালিক মি. পাপন। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তিনি নিকটস্থ একটি ব্যাংকে 'ব্যাংক হিসাব' খোলেন। উক্ত হিসাবে তিনি প্রতিদিন কয়েকবার অর্থ জমা দেন। তবে সপ্তাহে দু'বারের বেশি অর্থ উত্তোলন করেন না। পরবর্তীতে মি. পাপন ই-ব্যাংকিং এর সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা নেন।

[সকল বোর্ড '১৫]

ক) ATM-এর পূর্ণরূপ কী?

খ) সুদবিহীন ব্যাংক হিসাবটি ব্যাখ্যা করো।

গ) মি. পাপন নিকটস্থ ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলেন? বর্ণনা করো।

ঘ) মি. পাপনের ই-ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) ATM-এর পূর্ণরূপ কী?

ATM-এর পূর্ণরূপ হলো— Automated Teller Machine.

খ) সুদবিহীন ব্যাংক হিসাবটি ব্যাখ্যা করো।

সুদবিহীন হিসাব বলতে চলতি হিসাবকে বোঝায়।

যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা এবং তা উত্তোলন করা যায়, তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাবের গ্রাহকদের সাধারণত কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে এ হিসাবের মাধ্যমে জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা যায়।

গ) মি. পাপন নিকটস্থ ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলেন? বর্ণনা করো।

উদ্দীপকে মি. পাপন নিকটস্থ ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন।

যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবার বা নিয়ম অনুযায়ী টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত অব্যবসায়ী নির্দিষ্ট আয়ের জনগণ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এ হিসাব খুলে থাকে। এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক ডেবিট কার্ডও ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকের পাপন 'মণি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'-এর মালিক। তিনি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নিকটস্থ একটি ব্যাংকে হিসাব খোলেন। তিনি উক্ত হিসাবে প্রতিদিন কয়েকবার টাকা জমা দিলেও সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করতে পারেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাপনের ব্যাংক হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাবের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তার হিসাবটিকে সঞ্চয়ী হিসাব হিসেবেই গণ্য করা যায়।

ঘ) মি. পাপনের ই-ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপকে মি. পাপনের ই-ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এমন একটি তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সাথে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারে। আর্থিক লেনদেন ছাড়াও এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে বিভিন্ন ধরণের দলিলপত্র ইস্যু ও সরবরাহ করে থাকে।

উদ্দীপকের পাপন মণি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'-এর মালিক। তার ব্যবসায়টি প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় তিনি ব্যবসায়িক বিভিন্ন কার্যক্রম সহজে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ই-ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এরপ সুবিধা গ্রহণের ফলে তিনি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

ই-ব্যাংকিং সেবা নেওয়ার মাধ্যমে একজন গ্রাহক সহজে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। ব্যাংক বন্ধ থাকলেও ATM-এর সহায়তায় ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। এছাড়া গ্রাহক যেকোনো সময় তার হিসাবের বিবরণী, বিল প্রদানসহ অন্যান্য লেনদেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারবেন। মি. পাপন ব্যবসায়ী হওয়ায় তার এ ধরনের সেবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং উদ্দীপকের মি. পাপন ব্যবসায়ের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় তার জন্য ই-ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক ও গ্রাহক

৩। মি. সুজয় একজন চাকরিজীবী। তিনি তার ছেলেকে একটি চেক দিয়ে ব্যাংকে পাঠিয়ে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করান। তিনি টাকাগুলো গুণে ৫০০ টাকার একটি নোট বেশি দেখতে পান। তখন মি. সুজয় ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করে ৫০০ টাকা ফেরত দিয়ে আসেন। [সকল বোর্ড '১৫]

ক) দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান কোনটি?

খ) চেকে দাগকাটা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ) মি. সুজয় তার ছেলেকে কী ধরনের চেক দিয়েছেন? বর্ণনা করো।

ঘ) গ্রাহক হিসেবে ব্যাংকের প্রতি মি. সুজয়ের দায়িত্ব মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান কোনটি?

দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

খ) চেকে দাগকাটা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

আর্থিক লেনদেনে অধিক নিরাপত্তার জন্য চেকে দাগকাটা হয় । যে চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান না করে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে, তাকে দাগকাটা চেক বলে।

সাধারণত বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম কোণায় আড়াআড়ি দুটি দাগ টেনে উক্ত চেককে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করা যায়। ব্যাংক হিসাব ব্যতীত এরূপ চেকের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। তাই চেকটি চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে প্রতারণা বা জালিয়াতির সম্ভাবনা থাকে না।

গ) মি. সুজয় তার ছেলেকে কী ধরনের চেক দিয়েছেন? বর্ণনা করো।

উদ্দীপকের মি. সুজয় তার ছেলেকে বাহক চেক দিয়েছেন।

চেকের টাকা যেকোনো ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এ ধরনের চেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- যার কাছে চেকটি থাকবে সে-ই চেকের মালিক বা অধিকারী হবে। চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক ধারককে টাকা দিতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. সুজয় একজন চাকরিজীবী। তিনি তার ছেলেকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক দিয়ে ব্যাংকে পাঠান। চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করার পর ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবেই চেকের অর্থ পরিশোধ করেছে। অর্থাৎ মি, সুজয়ের প্রদানকৃত চেকের প্রাপক যেই হোক না কেন, তার ছেলে ছিল বাহক। আর ব্যাংক কেবল 'বাহক চেক'- এর অর্থ যেকোনো বাহক দ্বারা উপস্থাপনের সাথে সাথে নগদে পরিশোধ করে। তাই বলা যায়, মি. সুজয়ের প্রদানকৃত চেকটি একটি বাহক চেক।

ঘ) গ্রাহক হিসেবে ব্যাংকের প্রতি মি. সুজয়ের দায়িত্ব মূল্যায়ন করো।

গ্রাহক হিসেবে ব্যাংকের প্রতি মি. সুজয়ের দায়িত্ববোধ অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে।

ব্যাংকের গ্রাহক বলতে ঐ ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি ব্যাংকের যেকোনো ধরনের হিসাব অথবা অন্যান্য সেবার মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের যেমন গ্রাহকের প্রতি দায়িত্ব থাকে তেমনি গ্রাহকেরও ব্যাংকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। ঋণের টাকা পরিশোধ এবং সুদ প্রদান ছাড়াও সততা ও বিশ্বাস ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. সুজয় তার ছেলেকে একটি চেক দিয়ে ব্যাংকে পাঠিয়ে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন করান। তিনি টাকাগুলো গুণে ৫০০ টাকার একটি নোট বেশি দেখতে পান। তখন তিনি ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করেন এবং ৫০০ টাকা ফেরত দিয়ে আসেন।

ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক সততা ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়। ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া গ্রাহকের পরম দায়িত্ব। উদ্দীপকে গ্রাহক হিসেবে মি. সুজয় ৫০০ টাকার নোটটি ব্যাংকে ফেরত দিয়ে সততার পরিচয় দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তার দায়িত্বটি পালন করেছেন। এর ফলে তার সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক মজবুত হবে। তাই বলা যায়, গ্রাহক হিসেবে মি. সুজয় ব্যাংকের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন।